

সামনে চলার এক বছর

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

আজকের সরকার জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার মাধ্যমে
প্রায়শঃ কঠোর করে উদ্বেগব্যপ্য পাকল্য অর্জিত
হয়েছে। ইটের ভাটায় খাট ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে।
একই সময়ে ইটের ভাটা থেকে উদ্ভূত যোয়া
নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
বুড়িগঙ্গাসহ সারাদেশে নদী দুধন বন্ধ করার জন্য
নেয়া হয়েছে কার্যকর পদক্ষেপ।

শিক্ষা
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সে কারণেই বিএনপি-এর
প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
সারাদেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রহণ করেছিলেন
বহুবিধ পদক্ষেপ। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও শিক্ষা বিস্তারের জন্য
সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ১৯৯১ ও ১৯৯৫
সালে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম
খালেদা জিয়া যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন
পৃথিবীর বহু দেশ তাকে মডেল হিসেবে নিয়েছিল।
সেসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৫৫
লাখ ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে। এতে ব্যয় হবে ৬৬৩
কোটি টাকা, যার সবটাই দেশের নিজস্ব তহবিল
থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সরকারের এই যুগান্তকারী
পদক্ষেপ সারাবিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে।
বিগত এক বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ও মাদ্রাসা
সমূহে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লাখ
ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১
লাখ ২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি দেয়া
হয়েছে। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে
আন্তর্জাতিক সহায়তায় বগুড়া “এশিয়ান
ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন” নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়
স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থাকে
আধুনিকায়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ২০
হাজার কম্পিউটার সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
২০০২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৬৪টি জেলা সদরে
অবস্থিত প্রধান সরকারি কলেজের তিন মাস মেয়াদি
অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষার সাক্ষ্যকালীন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র চালু হয়েছে। এগিয়ে চলছে ৬টি বিভাগীয়
শহরে ল্যাপটপ ল্যাবরেটরি (ইংরেজি ও আরবি)
স্থাপনের কাজ। বয়স্কদের শিক্ষাদানের সর্বাঙ্গিক
প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।



৮ম জাতীয় সংসদে ভাষণদানরত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

অভিযান, বিনা বেতনে শিক্ষাদান, মেয়েদের জন্য
উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু প্রভৃতি। এবারও বাজেটে শিক্ষা
খাতে সর্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারিত করা হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছে দেয়া ছিল
এই সরকারের একটি প্রধান সাফল্য। বিগত
বছরগুলোতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে
শিক্ষার্থীরা জানুয়ারির বই জুলাইতেও পাচ্ছিল না।
ফলে বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম
মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠতে
বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে
নিয়েছে। গ্রাম এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী
করে ডোলার জন্য স্কুলগামী এক সন্তানের দরিদ্র
পরিবারকে মাসে ১০০ টাকা এবং দুসন্তানের দরিদ্র
পরিবারকে মাসে ১২৫ টাকা উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত